দর্শনায় পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে বিএনপির অবস্থান কর্মসূচি

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় ঘন ঘন লোডশেডিং, বিদ্যুৎ বণ্টনে বৈষম্য এবং ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে পল্লী বিদ্যুৎ অফিসে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে দর্শনা পল্লী বিদ্যুতের এজিএম কার্যালয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এসব সমস্যার দ্রুত সমাধানের আল্টিমেটাম দেন বিএনপি নেতারা। তারা জানান, আগামী সাত দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা শিল্পাঞ্চলে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। পাশাপাশি ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের কারণে গ্রাহকদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

দর্শনা পল্লী বিদ্যুতের এজিএম মো. আমিনুল ইসলাম জানান, দর্শনা ও জীবননগর এলাকায় বিদ্যুতের মোট চাহিদা ১৯ মেগাওয়াট হলেও তারা মাত্র ১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পান। এর মধ্যে দর্শনা জোনে ৪ মেগাওয়াট এবং জীবননগর জোনে ৭ মেগাওয়াট সরবরাহ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার বলেন, দর্শনায় অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, আন্তর্জাতিক রেলওয়ে, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট সরকারের রাজস্ব আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অথচ বিদ্যুৎ সরবরাহে বৈষম্যের কারণে ঘন ঘন লোডশেডিং হচ্ছে, যা শিল্প উৎপাদন ও রাষ্ট্রীয় আয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

তিনি আরও বলেন, ভুতুড়ে বিদ্যুৎ বিলের কারণে সাধারণ গ্রাহকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। এ কারণে দর্শনা পৌর বিএনপির উদ্যোগে পল্লী বিদ্যুতের এজিএম কার্যালয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে বৈষম্যহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ভুতুড়ে বিলের সমস্যা সমাধান না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি গ্রহণ করা

হবে।

এজিএম মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা হবে। এছাড়া কোনো গ্রাহকের বিলে ভুল থাকলে তা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মো. মাহবুবুল ইসলাম খোকন, সাবেক পৌর প্যানেল মেয়র ও পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মো. শরিফ উদ্দিন, পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টার, পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাসির উদ্দিন খেদু, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মো. জালাল উদ্দিনসহ বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

বিএনপি সরকার ব্যার্থ হওয়ার জন্য আসেনি- সংস্কৃতি মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী

বিএনপি সরকার ব্যার্থ হওয়ার জন্য আসেনি। এই সরকার সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার। তাই আমরা ব্যার্থ হব না। আমরা দেশকে নতুন করে ঢেলে সাজাবো। ব্যার্থতার জায়গাগুলোকে আমরা চিহ্নিত করে জঞ্জাল পরিস্কার করে নতুন বাংলাদেশ তৈরী করব বলে জানিয়েছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী এ্যাড. নিতাই রায় চৌধুরী।

গতকাল শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বিগত ১৮ বছরে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠান ধংস করা হয়েছিলো। সেগুলো নতুন জাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সেই জায়গাগুলোতে কাজ করছি। এদেশের সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের কাজ চলছে।

জেলার শিল্পকলা একাডেমীতে নতুন করে সুস্থ ধারার যাত্রা আবারো শুরু হচ্ছে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বিগত দিনের অশ্লীল যাত্রা বাদ দিয়ে জীবনমুখী যাত্রা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলার সাংস্কৃতিক কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন, জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাড. এম এ মজিদ, পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের দেশব্যাপী নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির অপচেষ্টার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপি।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১১টার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণের নেতৃত্বে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিল চলাকালে অংশগ্রহণকারীরা কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন।

এর আগে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুণ। তিনি বলেন, “গত ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে আওয়ামী লীগ হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকা

বিদেশে পাচার করেছে। সে সময় দেশে বাকস্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না।”

তিনি আরও বলেন, “জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ ১৭ বছরের শাসনের অবসানের পর দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ আবারও নৈরাজ্য ও ফ্যাসিবাদী আচরণের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।”

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন ও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজি-সহ জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

জামায়াত-আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু বলেছেন, জাতীয়তাবাদী ও সমমনা ইসলামী দলের নেতাকর্মীরা দীর্ঘদিন নিষ্পেষিত হয়েছেন।

জুলাই আন্দোলনে হাজার হাজার দামাল সন্তান প্রাণ হারিয়েছেন এবং অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন।

তারপরও দেখা যাচ্ছে, স্বৈরাচার শেখ হাসিনা ও তার দোসররা রাজনৈতিকভাবে মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নৈরাজ্য সৃষ্টির পাঁয়তারার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ৭টায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে হাসপাতাল বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি গাংনী বাজার বাসস্ট্যান্ড ঘুরে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে তারেক রহমান যখন মালয়েশিয়ায় দেশের সমস্যা ও উন্নয়ন নিয়ে কথা বলছেন, তখন একটি নিষিদ্ধ দল ও কুচক্রী মহল ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।”

মেহেরপুর জেলা বিএনপির কিছু নেতাকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, “আজ তারা কোথায়, যারা জামায়াত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঘর করে রাজনীতি করে? তারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে আবার বিএনপি সাজার চেষ্টা করে। ওইসব ভণ্ড বিএনপিকে আমি ধিক্কার জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “একটি ধর্মভিত্তিক দল বলেছিল, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে বেহেশত পাওয়া যাবে। সেই দলের নেতাকর্মীরাও কম নির্যাতনের শিকার হয়নি।

কিন্তু তারাও আওয়ামী লীগের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাংলাদেশ সরকারকে অস্থিতিশীল করতে চায়। জুলাই আন্দোলনের স্পিরিট থেকে যে দল বিচ্যুত হবে এবং স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসর হবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।”

প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, “ভারতে মুসলমানদের ওপর যে ন্যক্কারজনক নির্যাতন চালানো হচ্ছে, তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাই। দলমত নির্বিশেষে আমরা সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।”

বিএসএফের পুশইন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ভারত থেকে পুশইনের যে চেষ্টা চলছে, তা দেশপ্রেমিক বিজিবি ও সীমান্ত এলাকার জনগণ প্রতিরোধ করে চলেছে। এ জন্য বিজিবি এবং সীমান্তবাসীকে ধন্যবাদ জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “তারেক রহমান যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা দিয়েছেন, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে বাংলাদেশ একটি উন্নত ও শক্তিশালী অর্থনৈতিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠবে।”

বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কাউন্সিলর আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, বিএনপি নেতা

শাহজাহান সেলিম, সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেন, বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকু, জিহাদ আলী, এনামুল হক, পৌর বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, নুর ইসলাম, বিএনপি নেতা আবুল কালাম, ফজলুল হক, আবু বক্কর, জাসাস নেতা আমিরুল ইসলামসহ বিএনপি ও এর অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

সংক্ষিপ্ত সভা পরিচালনা করেন জাসাস নেতা সুলেরি আলভী।

হরিণাকুণ্ডুতে বিএনপি ও আওয়ামী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ২০

ঝিনাইদহ হরিণাকুণ্ডুতে পুকুরে মাছ ধরা এবং গ্রাম্য আধিপত্য বিস্তার নিয়ে তুচ্ছ ঘটনায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্র ও ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ফলসী ইউনিয়নের বোয়োলিয়া গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে আহতরা হলেন, মিজান আলী (৪৫), আক্তার মোল্লা (৩২), বরকত মোল্লা (৪০), তোজিবার মোল্লা (৬৫), ছানোয়ার হোসেন ছনো (৫৫), বিভান আলী (২২), ঝন্টু মিয়া (৪৫), মতিয়ার রহমান (৫০), রাশিদুল ইসলাম (৩৫), ফেন্টু মিয়া (৫০), মশিয়ার মেম্বার (৪২), গোলাপ (৪৯), কবির মন্ডল (৩০), রুবেল মন্ডল (৩২), কাবিল (৪০), তোতা মিয়া (৩৪), নুর আলী (৫৪) ও বাচ্চু মিয়া (৩২)। গুরুতর আহত পাঁচজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, তিনজনকে কুষ্টিয়া ও একজনকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পূর্ব শত্রুতা ও আধিপত্য বিস্তারকে

কেন্দ্র করে শনিবার সকালে বোয়ালিয়া গ্রামে বজলুর রহমান চেয়ারম্যানের ভাই ছোট এবং ফারুক গ্রুপের লোকজনের সঙ্গে বিএনপি সমর্থিত মশিয়ার রহমান (সাবেক ইউপি সদস্য) সমর্থকদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সাবেক ইউপি সদস্য মশিয়ার রহমান বলেন, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যানের লোকজন। আমাদের ৭ জন আহত হয়েছেন।

এঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাইজাল হোসেন বলেন সামান্য মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার রাতে সামাজিক দুটি পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং সামান্য মারামারি হয়, তারই জের ধরে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ফারুকের নেতৃত্বে সকালে বিএনপির কয়েকজন কর্মীর বাড়িতে ককটেল বিস্ফরণ করে হামলা চালায় এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়। তারা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছে। তবে এটি কোন দলীয় সংঘর্ষ নয়।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, এ ঘটনায় এখনো কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ পাইনি। আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। ওই গ্রামে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক আছে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং মাদকসহ নানা সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে দুটি ফুটবল, দুই সেট জার্সি ও দুই সেট এংলেট (শিনগার্ড) উপহার প্রদান করা হয়। একই দিনে জয়রামপুর ডি.এস. দাখিল

মাদ্রাসায়ও দুটি ফুটবল বিতরণ করা হয়।

এ সময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী ও সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম,৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাকসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এসময় হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী বলেন, বর্তমান সময়ে তরুণ সমাজকে মাদক, অপরাধ ও বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। সুস্থ বিনোদন ও শরীরচর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন শারীরিক ও মানসিকভাবে বিকশিত হবে, তেমনি দেশ ও সমাজের জন্য যোগ্য নাগরিক হিসেবেও গড়ে উঠবে।

সেই লক্ষ্য থেকেই শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে এসব ক্রীড়া সামগ্রী উপহার দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মাঠমুখী তরুণরাই আগামী দিনের সম্পদ। খেলাধুলার মাধ্যমে শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীরা যেন মাদক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, সে উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণায় মেহেরপুরে আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়। বৃষ্টি উপেক্ষা করে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় গিয়ে শেষ হয়।

পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রোকনুজ্জামান, মেহেদী হাসান রোকন, পৌর যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওফেল আহমেদ রনি এবং যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা- কর্মীরা।

বক্তারা নবগঠিত কেন্দ্রীয় পূর্ণাঙ্গ কমিটিকে স্বাগত জানিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান

সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মেহেরপুরে ছাত্রদলের মোটরসাইকেল শোডাউন

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে মোটরসাইকেল শোডাউন ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে।

রোববার বিকেলে জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানির নেতৃত্বে শোডাউনটি অনুষ্ঠিত হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউনটি মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে হোটেল বাজার মোড়, কলেজ মোড় ও হাসপাতাল মোড় প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর বড়বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে একটি

সংক্ষিপ্ত পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোডাউনে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য হাসান, পৌর ছাত্রদলের নেতা রাব্বি, আমঝুপি ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সুইম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা সাজ্জাদসহ ছাত্রদল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের দুটি আসনের উন্নয়ন তদারকির দায়িত্ব পেলেন শওকত আরা ঊর্মি

মেহেরপুরের দুটি সংসদীয় আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকির জন্য বিএনপির পক্ষ থেকে সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় সংসদ ভবনে বিএনপির সংসদীয় দলের সভায় দলটির ৩৬ জন নারী সংসদ সদস্যের মধ্যে বিরোধী দলের ৭৯টি আসনের দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

সভায় জানানো হয়, এখন থেকে অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি মেহেরপুর সদর ও গাংনী এই দুটি আসনের উন্নয়ন কার্যক্রম তদারকি করবেন। পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয়ে ডিও লেটার (আধা-সরকারি পত্র) প্রদান করতে পারবেন।

অ্যাডভোকেট শওকত আরা ঊর্মি শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার পখমসার গ্রামের বাসিন্দা। তবে বর্তমানে তিনি ঢাকার এলিফ্যান্ট রোড এলাকায় বসবাস করেন।

এর আগে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং ইডেন মহিলা কলেজ ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।